গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস
সরকারি কার্য ভবন-০১,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

অবিলম্বে
সীমিত

নম্বর ১৮.১৭.১৫০০.৩০৪.১৮.০৯৩.১৩.১১৩

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪২৭
২৯ জুলাই ২০২০

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: **দেশী/বিদেশি জাহাজের আগমন ও বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ এবং বিদেশী সীফ্যারার স্বদেশ প্রত্যাবর্তণকরণ প্রসংগে।**

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল জাহাজ মালিক/শিপিংএজেন্ট/ম্যানিং এজেন্টকে উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানান যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর ধারা ১১৯ ও ধারা ১২৩ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসারে দেশী/বিদেশী পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজসমূহের চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন ও বহির্গমনকালে জাহাজ মাস্টার/জাহাজ মালিক/ স্থানীয় শিপিং এজেন্ট কর্তৃক সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিসে সংশ্লিষ্ট জাহাজের ক্রুলিস্ট জমা করার বিধান আছে। একইসাথে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মেরিটাইম লেবার কনভেশন-২০০৬ (এমএলসি-২০০৬) এর অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরে আগত সকল বানিজ্যিক জাহাজ ও স্ক্র্যাপ জাহাজ হতে বিদেশি সীফ্যারারদের ভূমিতে অবতরণ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তণকরণে সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম এর অনাপত্তি গ্রহণের বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের পত্র নং ১৮.১৭.০০০০.০১৯.১৮.০০৭.১৮/৫৪৫৪ তারিখঃ ০৬/১০/২০১৯ খ্রিঃ এর অনুমোদন ক্রমে বিগত ১৬-০৪-২০২০ ইং তারিখ হতে অনলাইনে আগমনী ও বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। দেশী/বিদেশি জাহাজের আগমন ও বহির্গমন ছাড়পত্র এবং বিদেশি সীফ্যারারদের ভূমিতে অবতরণ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তণ সংক্রান্ত অনাপত্তি গ্রহণ করার আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো:-

আগমনী ছাড়পত্র

(১) অনলাইনে জাহাজের আগমনী ছাড়পত্র এর জন্য আবেদনের পূর্বে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের বার্থিং লিষ্টে নাম থাকতে হবে এবং জাহাজ আগমনের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে (জাহাজটি বাংলাদেশী জলসীমায় না আসলে কোনক্রমেই অনলাইনে আবেদন করা যাবে না)।

(ক) অনলাইন আবেদনের সাথে জাহাজ মাস্টার প্রদত্ত Up to date IMO crew list, বাংলাদেশী সীফ্যারার সম্পর্কে জাহাজ মাস্টার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র (বাংলাদেশী সীফ্যারার এর ক্ষেত্রে Article`s of Agreement কপি) এবং অন্যান্য Up to date ডকুমেন্ট যেমন- মিনিমাম সেইফ ম্যানিং সনদ, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জাহাজ মাস্টার প্রদত্ত ঘোষনা সমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি এজেন্ট কর্তৃক প্রত্যায়িত করে আপলোড করতে হবে।

(খ) অনলাইনে স্ক্র্যাপ জাহাজের আগমনী ছাড়পত্র এর জন্য আবেদনে স্ক্র্যাপের ঘোষণা দিতে হবে। একইসাথে শিল্প মন্ত্রনালয় প্রদত্ত স্ক্র্যাপিং অনুমতিপত্র অনলাইন আবেদনে আপলোড করতে হবে।

(গ) অনলাইনে আবেদনে সকল তথ্যাদি সঠিক ও সত্য হতে হবে।

(ঘ) অনলাইনে জাহাজের আগমনী ছাড়পত্রের সরকারী ফি জমার করার ন্যুনতম ৬ ঘন্টার আগে অযথা মোবাইল করে বিরক্ত না করার অনুরোধ করা হল; তবে জরুরী/ ২৪ঘন্টার জাহাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে এসএমএস করা যেতে পারে।

নিয়মিত জাহাজের বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

(১) অনলাইনে জাহাজের আগমনী ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বে বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ

করা যাবে না।

(২) বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়সহ সরকারের সর্বশেষ জারিকৃত সকল আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে।

(৩) বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত অনাপত্তির জন্য আবেদনে জাহাজের আগমনী ছাড়পত্রের আইডি নং ও তারিখ, ফরম সংগ্রহের সরকারি ফি প্রদানের রসিদ নং ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

(৪) জাহাজ মাস্টার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সর্বশেষ আইএমও ক্রুলিষ্টের কপি (যা জাহাজের আগমনী ছাড়পত্র গ্রহণের আবেদনের সাথে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে) জমা দিতে হবে।

(৫) অত্র অফিস হতে সংগৃহিত শিপিং অফিস ফরম নম্বর-৫ এবং ৩০০/= টাকার ষ্ট্যাম্পে জাহাজের নাম, আইএমও নং, পতাকা, সীফ্যারারের ছবি, পদবী, জাতীয়তা, সিডিসি নং ও পাসপোর্ট নং সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতঃ ফরম ও ষ্ট্যাম্পে প্রতিষ্ঠানের ০১ (এক) জন কর্মকর্তা ও ০২ (দুই) জন (স্বাক্ষী) নিয়মিত কর্মকর্তার/কমচারীর নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর ও সীলসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(৬) বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বানিজ্যিক জাহাজে সীফ্যারার যোগদান (অন/অফ) এবং বেতন-ভাতা পরিশোধিত মর্মে আবেদনে জাহাজ মাস্টারের ঘোষনা থাকতে হবে।

(৭) বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী এজেন্টকে উক্ত জাহাজটির আগমনী/বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণকারী এজেন্টের নিকট থেকে অনাপত্তি বা অবগতিপত্র জমা দিতে হবে।

(৮) সংশ্লিষ্ট সীফ্যারার/সীফ্যারারগণ কোভিড-১৯ মুক্ত মর্মে জাহাজ মাস্টার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৯) বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ-১৯৮৩ সংশোধিত ১৯৮৮ এর ৯২ ধারা অনুযায়ী নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর বহির্গমন ছাড়পত্র বা এন.ও.সি গ্রহণের পর অত্র অফিসে সাইন অন/অফ বা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর বহির্গমন ছাড়পত্র বা এন.ও.সি গ্রহণের পূর্বে জাহাজের সীফ্যারারদের সাইন অন/অফ বা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করানোর পরামর্শ দেয়া হল।

স্ক্র্যাপ জাহাজের বিদেশী সীফ্যারার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

(১) অনলাইনে জাহাজের আগমনী ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বে বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ।

(২) বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত সর্বশেষ স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সরকারী সকল আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে।

(৩) বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত অনাপত্তির জন্য আবেদনে জাহাজের আগমনী ছাড়পত্রের আইডি নং ও তারিখ, ফরম সংগ্রহের সরকারি ফি প্রদানের রসিদ নং ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

(৪) জাহাজ মাস্টার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সর্বশেষ আই. এম. ও ক্রু লিষ্টের কপি (যা জাহাজের আগমনী ছাড়পত্র গ্রহণের আবেদনের সাথে অনলাইনে জমা দেয়া হয়েছে) জমা দিতে হবে।

(৫) অত্র অফিস হতে সংগৃহিত শিপিং অফিস ফরম নম্বর-৫ এবং৩০০/= টাকার ষ্ট্যাম্পে জাহাজের নাম, আইএমও নং, পতাকা, সীফ্যারারের ছবি, পদবী, জাতীয়তা, সিডিসি নং ও পাসপোর্ট নং সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরতঃ ফরমটিতে প্রতিষ্ঠানের ০১ (এক) জন কর্মকর্তা ও ০২ (দুই) জন (স্বাক্ষী) নিয়মিত কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর ও সীলসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(৬) স্ক্র্যাপ জাহাজের সীফ্যারার এর বেতন-ভাতা পরিশোধিত মর্মে আবেদনে জাহাজ মাস্টারের ঘোষণা থাকতে হবে।

(৭) বিদেশী সীফ্যারারদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী এজেন্টকে উক্ত জাহাজটির আগমনী ছাড়পত্র গ্রহণকারী এজেন্টের নিকট থেকে অনাপত্তি বা অবগতিপত্র জমা দিতে হবে।

(৮) শিল্প মন্ত্রনালয় প্রদত্ত স্ক্র্যাপিং অনুমতিপত্র জমা দিতে হবে।

(৯) সংশ্লিষ্ট সীফ্যারার/সীফ্যারারগণ কোভিড-১৯ মুক্ত মর্মে জাহাজ মাস্টার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র এবং পোর্ট হেলথ অফিসারের প্রত্যয়নপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(১০) জাহাজটি স্ক্র্যাপ করার পূর্বে মিনিমাম সেইফম্যানিং সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তামূলক সীফ্যারার রাখতে হবে।

বহির্গমন ছাড়পত্র

(১) অনলাইনে জাহাজের আগমনী ছাড়পত্র (এন.ও.সি) এবং নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর বহির্গমন ছাড়পত্র (এন.ও.সি) গ্রহণের পূর্বে অনলাইনে জাহাজটির বহির্গমন ছাড়পত্র এর জন্য আবেদন করা যাবে না ।

(ক) অনলাইন আবেদনের সাথে জাহাজ মাস্টার প্রদত্ত Up to date IMO crew list, বাংলাদেশী নাবিক সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র (বাংলাদেশী সীফ্যারার এর ক্ষেত্রে Article`s of Agreement কপি), লেভী ফী জমা রশিদ এবং অন্যান্য Up to date ডকুমেন্ট যেমনঃ সেইফ ম্যানিং সনদ ইত্যাদি এজেন্ট কর্তৃক প্রত্যায়িত করে আপলোড করতে হবে।

(খ) অনলাইনে আবেদনে সকল তথ্যাদি সঠিক ও সত্য হতে হবে।

(গ) অনলাইনে জাহাজের বহির্গমন ছাড়পত্রের সরকারী ফি জমার করার ন্যুনতম ৩ ঘন্টার আগে অযথা মোবাইল করে বিরক্ত না করার অনুরোধ করা হল; তবে জরুরী/ ২৪ঘন্টার জাহাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে এসএমএস করা যেতে পারে।

আরো উল্লেখ্য যে,

১। অনলাইনে কোন ফিশিং জাহাজের আগমনী ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা যাবে না।

২। প্রথমবার অনলাইনে আগমনী-বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের পূর্বে অত্র অফিসের তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য অনুমতি গ্রহন করতে হবে।

৩। বাংলাদেশী ক্রু'এর ক্ষেত্রে Article`s of Agreement এ বর্ণিত ক্রু'এর নাম,সিডিসি নম্বর, পদবীর সাথে IMO Crew List এ বর্ণিত ক্রু'এর নাম, সিডিসি নম্বর ,পদবীর মিল থাকতে হবে। বাংলাদেশী ক্রু'এর ক্ষেত্রে আগমনী ছাড়পত্র (এন.ও.সি) এর জন্য আবেদনের পূর্বে জাহাজ থেকে Article`s of Agreement সংগ্রহ করে অত্র অফিসে জমা দিতে হবে এবং বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহনের সময় উক্ত Article`s of Agreement সংগ্রহ করে পুনরায় জাহাজে পৌঁছাতে হবে। অনলাইনে আবেদনকারী এজেন্ট, ম্যানিং এজেন্টের সহায়তা নিয়ে নিজ দায়িত্বে উপরোক্ত যাচাই কাজ সম্পাদন করবেন।

৪। মিনিমাম সেইফ ম্যানিং সনদ অনুযায়ী জাহাজে ক্রু রাখতে হবে।

৫। Ship scrapping, Crew repatriation ও Crew replacement সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্রুত অত্র অফিসকে জানাতে হবে।

৬। আন্তর্জাতিক মেরিটাইম লেবার কনভেশন-২০০৬ (এমএলসি-২০০৬) অনুযায়ী ক্রুদের মাসিক বেতন-ভাতা পরিশোধিত রাখতে হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট জাহাজ মালিক/শিপিং এজেন্ট/ম্যানিং এজেন্ট এর আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র অফিস হতে অনাপত্তিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের মিথ্যা/ভূয়া তথ্য প্রদান করে ছাড়পত্র (এন.ও.সি) সংগ্রহ করলে বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ-১৯৮৩ ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম লেবার কনভেশন-২০০৬ (এমএলসি-২০০৬) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন/বিধি-বিধান অনুযায়ী **কালো তালিকাভূক্তকরন সহ** আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে এবং সেইক্ষেত্রে ছাড়পত্র (এন.ও.সি) সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান দায়ী হবেন।

এমতাবস্থায়, এতদসংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

২৯-৭-২০২০

মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী
শিপিং মাস্টার
ইমেইল: gso@gso.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর

২) জনাব আহসানূল হক চৌধুরী, চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, চেম্বার হাউস (২য় তলা), ৩৮ আগ্রাবাদ বা/এ,চট্টগ্রাম(সংশ্লিষ্ট সকল শিপিং এজেন্টকে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ করা হল)।

৩) ইঞ্জিনীয়ার মো: আজাদুর রহমান, সভাপতি, নাবিক রিক্রুটিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, দি হ্যাভেন(৫ম তলা), হোলডিং নং-১৩৩৫/এ,নিকুঞ্জ হাউসিং সোসাইটি, দক্ষিণ খুলশি-১২২৮, চট্টগ্রাম (সংশ্লিষ্ট সকল ম্যানিং এজেন্টকে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ করা হল)।

৪) সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস গ্রুপ।

৫) গার্ড ফাইল, প্রশাসন শাখা, সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস